ইউনিট ১৪

বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা

ভূমিকা

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবহন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক কথায় পরিবহন ব্যবস্থাকে দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, উৎপাদনের উপকরণের গতিশীলতা বজায় রাখা, দেশব্যাপী স্থিতিশীল দ্রব্যমূল্য বজায় রাখা, দেশে অধিকতর বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহন ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কে দেশকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী একটি সুষ্ঠু ও সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থাকে নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে দেখানো যায়

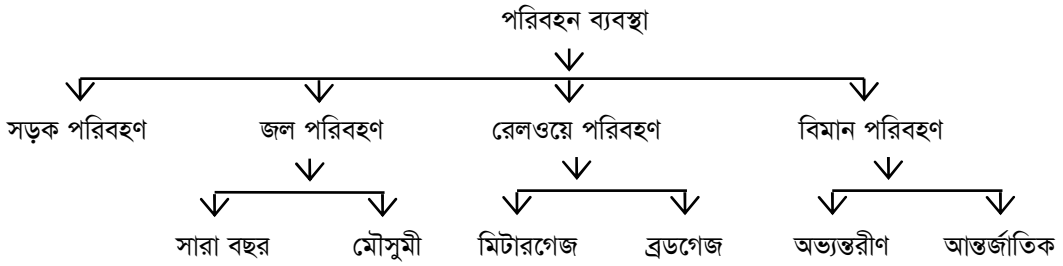

পাঠ- ১ বাংলাদেশের রেলপথ পরিবহণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের রেলপথের বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেলপথের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সড়কপথের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে রেলপথ অন্যতম। বাংলাদেশের রেলপথ উত্তরাধীকার সূত্রে পাওয়া। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গোটা ভারতবর্ষে প্রথম রেলযোগাযোগ শুরু হয়। ১৯৬২ সালের ১৫ নভেম্বর দর্শনা থেকে জগতী পর্যন্ত ৫৩ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু। বর্তমানে রেলপথ বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবহণ মাধ্যম। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেলপথের ভূমিকা অপরিসীম।

রেলপথের বিবরণ

রেলপথের পরিমাণ ঃ ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় বাংলাদেশ অংশে মোট রেলপথের পরিমাণ ছিল ২৭০৬ কিমি। তন্মধ্যে ৮৭৫ কিমি ব্রডগেজ, ১৮০০ কিমি মিটারগেজ এবং ৩১ কিমি নেরোগেজ রেলপথ। পরবর্তীতে ৩১ কিমি নেরোগেজ রেলপথকে ব্রড গেজে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর এ দেশে রেলপথের পরিমাণ ছিল

৯২৩.৭৪ কিমি ব্রডগেজ এবং ১৯৩৪.৩৯ কিমি মিটারগেজ। ১৯৯৯-২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় প্রায় ২৭৩৩.৫১ কিমি। তন্মধ্যে ব্রডগেজ ৮০১.০৯ কিমি এবং মিটারগেজ ১৮৩২.৪২ কিমি।

বাংলাদেশের রেলপথের পরিমাণ (কিমি হিসেবে)

সাল	ব্রডগেজ	মিটারগেজ	মোট রেলপথ
১৯৯৭-৯৮	৯০১.০৯	১৮৩২.৪২	২৭৩৩.৫১
১৯৯৮-৯৯	৯০১.০৯	১৮৩২.৪২	২৭৩৩.৫১
১৯৯৯-২০০০	৯০১.০৯	১৮৩২.৪২	২৭৩৩.৫১

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ১৬৭

রেলওয়ের সরঞ্জামাদি ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৮৯টি রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে। এসব স্টেশনে চলাচলকারী মোট রেলগাড়ির ইঞ্জিনের সংখ্যা ২৭৯টি, যাত্রীবাহী গাড়ির সংখ্যা ১২৮৯টি, মালগাড়ির সংখ্যা ১২০২০টি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিবহণের সংখ্যা ১৪৬টি।

বাংলাদেশের ডিজেল ইঞ্জিন, যাত্রীবাহী গাড়ি, মালগাড়ি ও অন্যান্য পরিবহণ

সাল	ডিজেল ইঞ্জিন	যাত্রীবাহি গাড়ি	মালগাড়ি	অন্যান্য পরিবহণ
১৯৯৬-৯৭	২৮১	১১৪৯	১২৯৪৮	১৫২
১৯৯৭-৯৮	২৭৫	১৪১৪	১১৯৪৩	১১৬
১৯৯৮-৯৯	২৭৫	১২২৯	১২০০০	১৪০
১৯৯৯-২০০০	২৭৯	১২৮৯	১২০২০	১৪৬

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০, পৃষ্ঠা ১৬৭

পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ ঃ ১৯৭০-৭১ সালে বাংলাদেশের রেলপথে ৪ কোটি ৬২ লক্ষ ৬৩ হাজার যাত্রী এবং ৩৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টন পণ্য পরিবাহিত হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে ৩ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৯ হাজার যাত্রী এবং ৩৩ লক্ষ ১৮ হাজার টন পণ্য পরিবাহিত হয়।

বাংলাদেশের রেলপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ

সাল	বাহিত যাত্রীর সংখ্যা (হাজার হিসেবে)	বাহিত মাল (হাজার টন হিসেবে)
১৯৯৫-৯৬	৩২৭১০	২৫৫১
১৯৯৬-৯৭	৩৭৪৯৪	২৯৩৬
১৯৯৭-৯৮	৩৮৩০০	৩০৩৮
১৯৯৮-৯৯	৩৬২৩৯	৩৪১৮

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০০, পৃষ্ঠা- ১৬৮

রেলপথের ধরন ঃ ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে তিন ধরনের রেলপথ ছিল। যেমন- ব্রডগেজ, মিটারগেজ এবং নেরোগেজ। তবে ১৯৭০-৭১ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩১ কিমি, নেরোগেজ রেলপথকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত করা হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের রেলপথগুলো মিটারগেজ এবং খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের রেলপথগুলো ব্রডগেজ।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রেলপথ ঃ গেজের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী বাংলাদেশের রেলপথকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা যায়-
ক. মিটারগেজ রেলপথ ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮৩২.৪২ কিমি মিটারগেজ রেলপথ রয়েছে। এর অধিকাংশই ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে অবস্থিত।
খ. ব্রডগেজ রেলপথ ঃ বর্তমান বাংলাদেশে ৯০১.০৯ কিমি ব্রডগেজ রেলপথ রয়েছে। এর অধিকাংশই রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে অবস্থিত।

উল্লেখযোগ্য রেল জংশন ও রেলস্টেশন
ক. ব্রডগেজ ঃ ঈশ্বরদী, যশোর, পোড়াদহ, আব্দুলপুর, কালুখালী, পাঁচুড়িয়া, খুলনা, সান্তাহার, পার্বতীপুর ও সৈয়দপুর।
খ. মিটারগেজ ঃ চট্টগ্রাম, পাহাড়তলী, ফেনী, লাকসাম, আখাউড়া, ভৈরববাজার, ঢাকা, টঙ্গী, কুলাউড়া, সিলেট, জামালপুর, ময়মনসিংহ, গৌরিপুর, নরসিংদী ও শায়েস্তাগঞ্জ।
বাংলাদেশ রেলওয়ের বার্ষিক আয় ও ব্যয় ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠান। রেলওয়ের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সীমাহীন দুর্নীতি ও অদক্ষ প্রশাসনের কারণে দিন দিন এটি ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের আয়-ব্যয়

সাল	আয় (কোটি টাকা)	ব্যয় (কোটি টাকা)
১৯৯৬-৯৭	৪৩২.৭১	৪১৪.১৭
১৯৯৭-৯৮	৪৫১.৮৪	৪৩৩.৩৬
১৯৯৮-৯৯	৪৭৫.৬০	৪৬১.১৫
১৯৯৯-২০০০	৪৯৬.০০	৪৬৫.৭১

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০০

বাংলাদেশ রেলওয়ের সমস্যা ঃ বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। যেমন-
সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব, প্রশাসন ব্যবস্থার অদক্ষতা, অর্থনৈতিক সমস্যা, মান্ধাতার আমলের রেলট্রাক, ত্রুটিপূর্ণ সংকেত পদ্ধতি, পিপার ও পাথরের অভাব, ইঞ্জিন ও বগির অভাব, টেলিযোগাযোগ নির্ভরতা, বিনা টিকিটে ভ্রমণ, ঘন ঘন দুর্ঘটনা, ডাকাতি ও চুরি, দক্ষতার অভাব, টিকিট সংগ্রহের অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, রেলযাত্রী ও জনসাধারণের উদাসীনতা, সর্বোপরি যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি।
রেলওয়ের সমস্যা সমাধানের উপায় ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ের সমস্যাগুলো কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সমাধান করা যেতে পারে।
সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দক্ষ প্রশাসন, অর্থনৈতিক সুবিধা, ডাকাতি ও চুরি রোধ, বিনা টিকিটে ভ্রমণ রোধ, রক্ষাণাবেক্ষণের সুবিধা, আধুনিক যন্ত্রপাতির সরবরাহ, দুর্ঘটনা হ্রাস, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্নীতি রোধ, সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা।
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেলপথের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও এর কোনো উন্নতি হচ্ছে না। তাই বাংলাদেশ রেলওয়েকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হলে সকল স্তরের দুর্নীতি দূর করে যাত্রী ও পণ্যের নিরাপত্তা নিধান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এ পরিবহণ মাধ্যমকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেলপথের গুরুত্ব
বাংলাদেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি দেশের প্রধান প্রধান শহর, বন্দর, বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রের সাথে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংযোগ সাধন করেছে। বাংলাদেশে নৌপরিবহণের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ায় রেলপথের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেলপথের গুরুত্ব
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেলপথের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো-

১। **পণ্য পরিবহণ ঃ** বাংলাদেশে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে রেলপথের ভূমিকা সর্বাধিক। দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর, শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রের সাথে রেলওয়ের যোগাযোগ থাকায় প্রচুর পরিমাণ শিল্পজাতপণ্য একস্থান হতে অন্যস্থানে পরিবাহিত হয়। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে রেলপথের যোগাযোগ থাকায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে রপ্তানিযোগ্য কাঁচামাল বন্দরে আনয়ন করা হয়।

২। **যাত্রী পরিবহণ ঃ** বাংলাদেশের কয়েকটি জেলা ব্যতীত সর্বত্রই রেলপথ আছে। এ রেলপথের মাধ্যমে প্রতিদিন অসংখ্য যাত্রী এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। সকল শ্রেণীর যাত্রী রেলপথের মাধ্যমে যাতায়াত করতে পারে। সুতরাং যাত্রী পরিবহণে বাংলাদেশ রেলপথের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৩। **শিল্পোন্নয়ন ঃ** কাঁচামাল সংগ্রহ ও উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ করে রেলওয়ে শিল্পোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ দেশের বড় শিল্পাঞ্চলগুলো রেলপথের নিকটেই অবস্থিত। শ্রমিক সরবরাহেও রেলপথ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৪। **কৃষি উন্নয়ন ঃ** কৃষি উন্নয়নে রেলপথের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ যন্ত্রপাতি, মাড়াই কল প্রভৃতি শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের নিকট পৌঁছে দিতে রেলপরিবহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার গ্রামাঞ্চলের কৃষিপণ্য শহর বা বন্দরে প্রেরণেও রেলপথ ব্যবহৃত হয়। এভাবে রেলপথ কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৫। **সুষম উন্নয়ন ঃ** একটি সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে রেলপরিবহণ ব্যবস্থা অপরিহার্য। রেল পরিবহণ উৎপাদনের উপকরণগুলো সুষমভাবে বণ্টন করে এবং বিভিন্ন স্থানে সম্পদ বণ্টনে সামঞ্জস্য বিধান করে দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। ফলে কোনো বিশেষ স্থানে সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণ হয় না।

৬। **রাজস্ব বৃদ্ধি ঃ** বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারি খাতের অন্যতম বৃহৎ সংগঠন। রেলপথের মাধ্যমে প্রতিবছর প্রচুর যাত্রী ও পণ্য পরিবাহিত হয়। এতে সরকারের যথেষ্ট রাজস্ব আয় হয়। তবে অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি রোধ করা গেলে রাজস্বের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেত।

৭। **কর্মসংস্থান ঃ** রেলওয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারী, কর্মকর্তা চাকরি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। রেলওয়েতে দিনমজুর হিসেবেও অনেক লোক কর্মরত আছে।

৮। **দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা ঃ** রেলপথের মাধ্যমে অতিসহজে কৃষি ও শিল্পপণ্য উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে ঘাটতি অঞ্চলে প্রেরণ করা যায় বলে দেশে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বিরাজ করে।

৯। **জরুরি অবস্থা মোকাবেলা ঃ** দেশের বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক অথবা রাজনৈতিক দুর্যোগ দেখা দিলে দ্রুত পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য রেল পরিবহণ ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে বাংলাদেশের রেলপথ রিলিফ, সাহায্য, খাদ্যদ্রব্য, সৈন্য, অস্ত্র, বস্ত্র ইত্যাদি সরবরাহ করে দেশের জরুরি অবস্থার মোকাবেলা করছে।

১০। **শহর ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ ঃ** শহর ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে রেল পরিবহণ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। গ্রাম হতে কৃষিজ পণ্য শহরে এবং শহর হতে শিল্পপণ্য গ্রামে পরিবাহিত হয়। ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

১১। **সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঃ** বাংলাদেশ আয়তনে একটি ক্ষুদ্র দেশ হলেও এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের আচার ব্যবহার, চালচলন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রেলপথ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান সহায়তা করে।

১২। **রাজনৈতিক যোগাযোগ ঃ** বাংলাদেশের রাজনীতি মূলতঃ শহরকেন্দ্রিক। তাই রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি, আদর্শ গ্রামাঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৩। **আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ঃ** দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় রেলপথের ভূমিকা অপরিসীম। রেলপথে আইনশৃঙ্খলা রক্ষীবাহিনী দ্রুত এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে পারে।

১৪। **সস্তায় পরিবহণ ঃ** এ দেশের দরিদ্র জনসাধারণের নিকট সস্তায় পরিবহণ হিসেবে রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কাঁচামাল ও জনসাধারণের নিয়মিত চলাচল, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, পণ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে রেলপরিবহণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মোট কথা বাংলাদেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠনে রেল পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের সড়কপথের গুরুত্ব

পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতিতে বাংলাদেশের সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের যেসব স্থানে রেল বা নৌ-পথ নেই, সেসব স্থানে সড়কপথই যাতাযাত ও যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। তা ছাড়া রেলপথের অপর্যাপ্ততা এবং নৌ-পথের ক্রমনাব্যতা সড়কপথের গুরুত্বকে ক্রমেই প্রসারিত করছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সড়কপথের গুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সড়কপথের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো-

১। **কৃষি উন্নয়ন ঃ** কৃষি উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা। বাংলাদেশের জেলা সদরগুলো থেকে প্রায় প্রতিটি থানাতেই উন্নত সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকায় কৃষি উপকরণাদি তথা সার, বীজ, কীটনাশক ওষুধ, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, মাড়াই কল প্রভৃতি কৃষকদের কাছে সহজে পৌঁছানো সম্ভব হয়। ফলে দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং কৃষির উন্নয়ন ঘটে।

২। **কৃষিজ পণ্যের বাজারজাতকরণ ঃ** বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে সড়কপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের কৃষিজ পণ্যসমূহ যেমন- ধান, পাট, তামাক, ডাল, সবজি, মাছ ইত্যাদি সড়কপথে অতিদ্রুত নিকটস্থ বাজার বা বন্দরে স্থানান্তর করা যায়।

৩। **শিল্পোন্নয়ন ঃ** বাংলাদেশের শিল্প-কারখানাগুলোতে কাঁচামাল সরবরাহ এবং শিল্পজাত দ্রব্য দেশ-বিদেশের বাজারে প্রেরণে সড়কপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধাহেতু বাংলাদেশের প্রতিটি শিল্প এলাকা মহাসড়কের সন্নিকটেই গড়ে ওঠেছে।

৪। **সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ** দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে সড়ক পথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের সর্বত্র পড়ক পথ উন্নতি লাভ করলে শিল্পকারখানা সর্বত্র সমানভাবে গড়ে উঠে। ফলে শিল্পোন্নয়নে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান দূর হয় এবং দেশে সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়।

৫। **কর্মসংস্থান ঃ** সড়কপরিবহণ ব্যবস্থা বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের অন্যতম উৎস। এ দেশে সড়কপরিবহণের সাথে যুক্ত থেকে হাজার হাজার লোক তাদের জীবিকানির্বাহ করছে। এ ছাড়া পরিবহণ সামগ্রীর কেনাবেচা, আমদানি-রপ্তানি এবং গ্যারেজ বা রিপেয়ারিং জবের সাথেও বহু লোক জড়িত থেকে তাদের জীবিকানির্বাহ করে।

৬। **বনজ সম্পদের ব্যবহার ঃ** বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা প্রভৃতি এলাকায় প্রধানত: বনজ সম্পদ গড়ে ওঠেছে। এ সকল বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে সড়ক পরিবহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব এলাকায় রেলপথ নির্মাণ সম্ভব নয় বিধায় সড়ক পথই যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

৭। **দ্রব্যমূল্রের সমতা ঃ** বাংলাদেশের শহরাঞ্চলগুলো গ্রামের সাথে সড়কপথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত বলে গ্রাম ও শহর অঞ্চলের মধ্যে দ্রব্যমূল্যের কোনোরূপ পার্থক্য দেখা যায় না।

৮। **ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন ঃ** বাংলাদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে উন্নত সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উন্নত সড়কযোগাযোগ ব্যবস্থা বাজারের আয়তন বৃদ্ধি করে। এতে কারবারি লেনদেন বেড়ে যায় এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি গটে।

৯। **গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ ঃ** বাংলাদেশে গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলো সড়ক পথ। সড়কপথের মাধ্যমে একদিকে যেমন শহর ও গ্রামের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান সম্ভব হয় অপরদিকে শহর ও গ্রামের ব্যবধানও হ্রাস পায়।

১০। **শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি ঃ** উন্নত সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থায় এক এলাকার শ্রমিক অন্য এলাকায় কাজ করতে যেতে দ্বিধারোধ করবে না। শ্রমের এরূপ গতিশীলতার জন্য শূমিক ন্যায্যমূল্য পাবে এবং আর্থিক উন্নতিও সম্ভব হবে।

১১। **রাজনৈতিক গুরুত্ব ঃ** জাতীয় প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য সড়ক পরিবহণ একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের তিন দিকেই সীমান্ত দ্বারা বেষ্টিত হয়েছে সড়ক পথের মাধ্যমেই রাজধানীর সাথে সীমান্তের যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

১২। **স্বাস্থ্য সুবিধা ঃ** বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নত সড়কব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় আধুনিক স্বাস্থ্য সুবিধা এ দেশের প্রায় সকল ইউনিয়নে সম্প্রসারিত হয়েছে। তাই বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছাতে সড়ক পথের অবদান বেশি।

১৩। **সামাজিক সুবিধা ঃ** বাংলাদেশের সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা দেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষের জ্ঞানার্জন, সামাজিক পরিবর্তন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপসংহার ঃ বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠ মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের রেলওয়ের গুরুত্ব কি?
২। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রেল জংশনের নাম লিখুন।
৩। বাংলাদেশ রেলওয়ের মূলসমস্যাগুলো কি কি?
৪। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সড়ক পথের গুরুত্ব লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশ রেলওয়ের বিবরণ দিন।
২। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেলওয়ের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সড়ক পথের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

পাঠ- ২ বাংলাদেশের নৌপথ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন নৌপথের গুরুত্ব বর্ণণা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন নৌপথের বিবরণ দিতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন নৌপথের সমস্যার বিবরন দিতে পারবেন;
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন নৌপথের সমস্যার সমাধানের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিবরণ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের সর্বত্র নদীপথ জালের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। এ কারণে নদীপথই বাংলাদেশের প্রধান পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থা। বর্তমানে জলপরিবহণ ব্যবস্থা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। এ দেশে জল পরিবহণ ব্যবস্থার সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথ

প্রতিষ্ঠা ঃ দেশের জলপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

চিত্র ২ ঃ বাংলাদেশের নৌপথ

উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি ঃ নৌপরিবহণের উন্নতির জন্যে এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি নিম্নরূপ-

১। নৌপথের খনন
২। নদীপথের জরিপ করা
৩। নিরাপদে ও অল্প খরচে যাতায়াতের সুবিধা
৪। ঘাট ও জেটি নির্মাণ
৫। ওয়ার্কসপ স্থাপন করা

৬। উপকূল, জাহাজ ও ফেরি প্রবর্তন
৭। জলপথের ভাড়া নির্ধারণ
৮। নদীবন্দরের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ
৯। জলযানসমূহ নিয়মিত পরীক্ষা করা
১০।সর্বোপরি নৌপরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ইত্যাদি।

নদ-নদীর সংখ্যা ঃ নদীমাতৃক বাংলাদেশের সমতল ভূমির উপর দিয়ে প্রায় ২৩০টি নদী, উপনদী ও শাখা নদী জালের মতো শাখা বিস্তার করে আছে। এদের মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী, মধুমতি প্রধান নদী। এ ছাড়া বাংলাদেশে অসংখ্য বিল ও হাওর আছে।

নৌপথের পরিমাণ ঃ বর্তমানে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সংস্থার অধীন মোট অভ্যন্তরীণ নৌপথের পরিমাণ প্রায় ৮,৪৩১ কিমি। তন্মধ্যে ৫,২২১ কিমি নৌপথে সারা বছর নৌচলাচল করতে পারে এবং বর্ষাকালে ৩,২১০ কিমি নৌপথ আরও বৃদ্ধি পায়।

নৌযানসমূহ ঃ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণে 'বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন' বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণে লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি চলাচল করে। অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী নৌযানসমূহের মোট পরিমাণ নিচে দেখানো হলো-

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী নৌযানের পরিসংখ্যান (১৯৯৬-৯৭)

সংস্থা	যাত্রীবাহী জাহাজ	মালবাহী জাহাজ	অন্যান্য	মোট
বি.আই.ডব্লিউ.টি.সি	২৪	১৪২	৯০	২৫৬
বেসরকারি	১৮০৬	১৮৫৯	---	৩৬৬৫
অসংগঠিত জলযান	৬২৫০০০	৩৩৭০০০	---	৯৬২০০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ২৫৪

পরিবাহিত পণ্য ও যাত্রীর পরিমাণ ঃ জনস্বার্থে ও জনকল্যাণমূলক সার্ভিস হিসেবেই বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্পোরেশন উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ রুটে যাত্রী ও পণ্যবাহি সার্ভিস চালু রেখেছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে এ সংস্থার পরিবহণের পরিমাণ ছিল পণ্য ১.২৮ লক্ষ টন, যাত্রী ১১১.৭২ লক্ষ এবং গাড়ি ১১.২৭ লক্ষ।

লঞ্চ ও ফেরিঘাটের সংখ্যা ঃ নিচে বাংলাদেশের লঞ্চ ও ফেরিঘাটের সংখ্যা ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো-

অঞ্চল	টার্মিনাল	ফেরিঘাট	লঞ্চঘাট
ঢাকা	১৩	২২	৩৫
চট্টগ্রাম	-	-	১
খুলনা	১	১০	১৭
বরিশাল	৩	২	৩৫
কুমিল্লা	১	৬	১৩
অন্যান্য	৩	৩	২০
মোট	**২১**	**৪৩**	**১২১**

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই, পৃষ্ঠা ২৬৩

লঞ্চ সার্ভিস
ঢাকা-বরিশাল-পটুয়াখালী
ঢাকা-চাঁদপুর-গোয়ালন্দ
ঢাকা-চাঁদপুর
ঢাকা-চাঁদপুর-গোয়ালন্দ

স্টিমার সার্ভিস
ঢাকা-চাঁদপুর-বরিশাল-খুলনা
চট্টগ্রাম-কুতুবদিয়া-কক্সবাজার
রামগতি-বরিশাল-নারায়ণগঞ্জ
চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-হাতিয়া
বরিশাল-পটুয়াখালী-খেপুপাড়া
গলাচিপা-আমতলী
বরিশাল-পটুয়াখালী-বরগুনা

কার্গো সার্ভিস ঃ কার্গো সার্ভিসের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রী চট্টগ্রাম ও মংলাবন্দর হতে দেশের অভ্যন্তরে বণ্টন করা হয় এবং রপ্তানিকৃত পণ্যসামগ্রী উৎপাদনকারীদের নিকট হতে সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম ও মংলাবন্দরে প্রেরণ করা হয়।

উপসংহার ঃ নদীমাতৃক বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের সহজলভ্য ও আরামদায়ক যোগাযোগের মাধ্যম হলো নদীপথ। নৌপথে অল্প খরচে পণ্য পরিবহণের সুবিধা থাকায় বাংলাদেশের অধিকাংশ বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। সুতরাং, বলা যায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিশেস গুরুত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথের সমস্যা

ভূমিকা ঃ নদীমাতৃক আমাদের এ বাংলাদেশে অসংখ্য নদনদী, খালবিল থাকা সত্ত্বেও এদেশ জলপরিবহণ ব্যবস্থায় উন্নতি লাভ করতে পারেনি। এ দেশের অভ্যন্তরীণ জলপথ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। জলপথে বিরাজমান সমস্যা এ দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য তথা অর্থনেতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথের সমস্যা

বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নৌপথে বিরাজমান সমস্যা/অসুবিধাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

১। **নৌযানের স্বল্পতা ঃ** বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও এ দেশে প্রয়োজনের তুলনায় নৌযানের সংখ্যা অত্যন্ত কম। ফলে নৌযানগুলোত পণ্য ও যাত্রীর অত্যধিক ভিড় পরিলক্ষিত হয়।

২। **উপযুক্ত ঘাট ও জেটির অভাব ঃ** বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলপথের একটি অন্যতম সমস্যা হলো উপযুক্ত ঘাট ও জেটির অভাব। এর ফলে যাত্রী ও মালামাল উঠানামায় সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৩। **নদীর তলদেশ ভরাট ঃ** বাংলাদেশের নদীগুলোর তলদেশ প্রতিবছর পলিমাটি জমে ভরাট হয়ে যায়। ফলে নদীতে চরের সৃষ্টি হয় এবং নৌচলাচল অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায়।

৪। **নিরাপত্তার অভাব ঃ** বাংলাদেশের জলযানগুলোতে নিরাপত্তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। জলযানগুলো বেশির ভাগই রাতের বেলায় চলাচল করে। ফলে চুরি, ডাকাতি ও দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে এবং যাত্রী সর্বদা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে।

৫। **মান্ধাতার আমলের নৌযান ঃ** বাংলাদেশের নৌপরিবহণের অন্যতম সমস্যা হলো পুরনো, চলার অযোগ্য এবং মান্ধাতার আমলের দেশীয় নৌকা। ফলে চলার পথে এসব নৌযানগুলো প্রায়ই দুর্ঘটনায় পতিত হয়।

৬। **পরিবহণ ব্যয় ও মাসুল বেশি ঃ** যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের জন্য নির্ধারিত ভাড়ার হার এবং নৌযানের উপর নির্ধারিত মাসুলের হার অত্যন্ত বেশি। এ হার প্রতিবছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭। **যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার অভাব ঃ** নৌপরিবহণে যাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্রামাগার ও পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম ঘরের তীব্র অভাব বিদ্যমান। বর্ষাকালে যাত্রীদের এ অসুবিধা তীব্রভাবে দেখা দেয়।

৮। **জলযান নির্মাণ ও মেরামতের অসুবিধা ঃ** বাংলাদেশের নৌপরিবহণ ব্যবস্থার অন্যতম সমস্যা হলো নৌযান নির্মাণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় ডকইয়ার্ড ও শিপইয়ার্ডের অভাব। এ দেশে হাতেগোনা কয়েকটি নৌযান মেরাতম কারখানা আছে। এগুলোতেও আবার মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়।

৯। **যন্ত্রাংশের অভাব ঃ** বাংলাদেশে নৌযানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ উৎপাদন না হওয়ায় বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়। প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অভাবে অনেক সময় স্টিমার, লঞ্চ অচল হয়ে পড়ে।

১০। **দক্ষ চালক ও নাবিকের অভাব ঃ** বাংলাদেশে নৌযান পরিচালনার জন্য দক্ষ চালক ও নাবিকের অভাব রয়েছে। দক্ষ চালক ও নাবিকের অভাবের কারণে বাংলাদেশে প্রায়ই লঞ্চ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

১১। **পানির উচ্চতা হ্রাস ঃ** শুকনো মৌসুমে উজানে ভারত কর্তৃক পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের নদীগুলোতে পানিস্বল্পতা দেখা দেয়। ফলে নৌযানগুলো স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে না।

১২। **ধীরগতিসম্পন্ন জলযান ঃ** বাংলাদেশের জলযানগুলো ভীষণ ধীরগতিসম্পন্ন। ফলে যাত্রী ও মালামাল পরিবহণে বেশি সময় ব্যয় হয়।

১৩। **প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ** বাংলাদেশে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নৌযান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এ ছাড়া শীতের মৌসুমে ঘন কুয়াশার ফলেও নাবিকরা স্বাভাবিকভাবে নৌযান চালাতে পারে না।

১৪। **নৌ জরিপের অভাব ঃ** প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দক্ষ প্রকৌশলীর অভাবে বাংলাদেশে জলপথের জরিপ করপা হয় না। ফলে প্রতিবছর বহু নৌযান দুর্ঘটনায় পতিত হয়।

১৫।**বিনিয়োগকারীদের অভাব ঃ** প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবহেতু বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগকারীগণ নৌযানের বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় না। ফলে যথেষ্ট প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও জলপথে নৌযানের সংখ্যা খুব কম।

১৬।**বেতার যোগাযোগের অভাব ঃ** বাংলাদেশে নৌপরিবহণের নিরাপত্তার জন্য নদীপথে বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। ফলে নৌযানগুলো দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়।

১৭।**তীব্র প্রতিযোগিতা ঃ** সড়কপথ ও রেলপথ অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন বলে শ্লথগতির নৌপরিবহণ বর্তমানে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। এতে নৌপথ ধীরে ধীরে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে।

১৮।**সংকেত সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা ঃ** অশিক্ষিত নাবিকদের বিপদ সংকেত সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় এদের প্রায়ই দুর্ঘটনায় পড়তে হয়।

১৯।**দূষণ ঃ** ইঞ্জিনচালিত ট্রলার ও নৌকা এবং শিল্প কারখানার বর্জ্য নদীতে জমা হয়ে পানির পরিবেশকে দূষিত করছে।

২০।**দূর্ঘটনা ঃ** নৌকাডুবি, ট্রলারডুবি ইত্যাদি এ দেশের নৌপথের একটি নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে উপরিউক্ত সমস্যাগুলো বিরাজমান। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নৌপথে বিরাজমান সমস্যাগুলোর আশু সমাধান অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথের সমস্যাগুলো সমাধানের উপায়

নদীমার্তৃক আমাদের এ বাংলাদেশে অসংখ্য নদনদী, খালবিল থাকা সত্ত্বেও এ দেশ জল পরিবহণ ব্যবস্থায় উন্নতি লাভ করতে পারেনি। তবে বাংলাদেশের নৌপরিবহণে নানাবিধ সমস্যা থাকলেও এসব সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে এর উন্নয়ন সম্ভব।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথের সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে বিরাজমান সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে-

১। **নৌপথের সংস্কার সাধন ঃ** ড্রেজিং-এর মাধ্যমে নদী ও খালের তলদেশে জমাকৃত পলিমাটি খনন করে নৌপথের নাব্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। আঁকাবাঁকা নদী ও খালগুলো কেটে সোজা করতে হবে।

২। **নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ঃ** নৌদুর্ঘটনা ও চলাচলকালীন বাধাসমূহ দূর করার জন্য নৌপথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৩। **অধিক ঘাট ও জেটি নির্মাণ ঃ** দেশের নদীবন্দরগুলোতে যাত্রী ও পণ্য সহজে উঠানো-নামানো এবং নৌযান নোঙর করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঘাট ও জেটি নির্মাণ করতে হবে।

৪। **নৌযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ঃ** দেশে অধিকসংখ্যাক লঞ্চ, স্টিমার প্রভৃতি জলযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫। **আধুনিক নৌযান ঃ** পুরাতন নৌযানসমূহের স্থলে দ্রুতগতি ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন অীধক নৌযানের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশীয় নৌকাগুলোতে গুতি বৃদ্ধির জন্য ইঞ্জিন বসাতে হবে।

৬। **ডকইয়ার্ড ও শিপইয়ার্ড নির্মাণ ঃ** নতুন নৌযান নির্মাণ ও পুরনো নৌযানসমূহ মেরামতের জন্য বর্তমান ডকইয়ার্ড ও শিপইয়ার্ডসমূহের সংস্কার ও সম্প্রসারণ ছাড়াও নতুন ডকইয়ার্ড এবং শিপইয়ার্ড স্থাপন করতে হবে।

৭। **নৌপথের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ঃ** নৌপথে বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা যেমন রাত্রিকালীন আলোর ব্রবস্থা, নৌপথ প্রদর্শক চিহ্নের ব্যবস্থা, নৌপুলিশ পাহারার ব্যবস্থা, দুর্যোগকালীন বিপদসংকেত প্রদান প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। **প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সরবরাহ ঃ** নৌযানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও কলকব্জা সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া দেশে যন্ত্রাংশ নির্মাণের ব্যবস্থাও করতে হবে।

৯। **ভাড়ার হার নিয়ন্ত্রণ ঃ** নৌযানের মালিকগণ যাতে যাত্রী ও মাল পরিবহণের জন্য অতিরিক্তভাবে ভাড়া আদায় করতে না পারে সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০।**চালক ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ ঃ** নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হাতেকলমে চালক ও নাবিকদের সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নৌযান চালানোর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১।**যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ঃ** নৌপথে চলাচলকারী যাত্রীসাধারণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন- বিশ্রামাগার ও শৌচাগারের ব্যবস্থা, মালপত্রের নিরাপত্তা, অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা, বন্দর ও ঘাটে গুদামজাতকরণের সুবিধা ইত্যাদি।

১২।**পর্যাপ্ত মূলধন সরবরাহ ঃ** বেসরকারি মালিকগণ যাতে অধিকহারে আধুনিক নৌযান নৌপথে চলাচলের জন্য দিতে পারে, সে জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন ঋণের ম্যাধমে সরবরাহ করতে হবে।

১৩। **উদ্ধারকাজের ব্যবস্থা ঃ** কোনো নৌযান বিপদগ্রস্ত হলে যাত্রী ও পণ্যের উদ্ধার কাজের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৪। **পথপ্রদর্শন ও বিপদ সংকেতদানের ব্যবস্থা ঃ** নৌপথে নৌযানগুলো যাতে অবাধে চলাচল করতে পারে সে জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পথপ্রদর্শন ও বিপদ সংকেতদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫। **নৌপরিবহণ আইন কড়াকড়িভাবে চালু করা ঃ** নৌযানের মালিক, চালক ও নাবিক নৌপরিবহণ আইন সঠিকভাবে মেনে চলে সে জন্য কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশের নৌপথে বিরাজমান সমস্যার সমাধান হবে এবং নৌপরিবহণ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। ফলে পরিবাহিত যাত্রী ও পণ্যের পরিমাণ বাড়বে এবং অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ নৌপথের গুরুত্ব

ভূমিকা ঃ নদীমাতৃক বাংলাদেশের সর্বত্র পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি এবঙ অসংখ্যা নদী ও শাখানদী রয়েছে। এসব নদী সারা বছর নৌচলাচলের উপযোগী থাকায় এ দেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত পরিবহনের কাজ নৌপথেই সম্পদিত হয়। বাংলাদেশের মোট অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের শতকরা ৩৫ ভাগ পণ্য নৌপথেই পরিবাহিত হয়। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ নৌপথের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নদীপথের/নৌপথের গুরুত্ব

১। **যাত্রী পরিবহণ ঃ** বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যবস্থায় নৌপরিবহণের ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশের যেসব স্থানে সড়ক ও রেলপথ উন্নতি লাভ করে নি তথায় নৌপরিবহণই যাত্রী পারাপারের একমাত্র মাধ্যম।

২। **খাদ্যশস্য প্রেরণ ঃ** বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণের মাধ্যমে খাদ্যশস্য শহরাঞ্চলে প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া দেশের এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল প্রেরণে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণের ভূমিকা সর্বাধিক।

৩। **পরিবহণ ব্যয় কম ঃ** বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে পণ্য পরিবহণ ও যাতায়াতে খরচ খুব কম হয়। তাই এ পথে প্রচুর বাণিজ্যিক পণ্য ও যাত্রী পরিবাহিত হয়ে থাকে।

৪। **ভারি পণ্য পরিবহণে সুবিধা ঃ** রেলপথ বা সড়কপথে ভারি পণ্য আনা-নেওয়া করা যেমন কষ্টকর তেমনি ব্যয়বহুল। তাই যে কোনো পরিবহণের তুলনায় নৌপথে ভারি বস্তু সহজে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা যায়।

৫। **শিল্পোন্নয়ন ঃ** বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নে নৌপথের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যাতায়াতের সুবিধাহেতু বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্প-কারখানা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। নদীপথে সহজে কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায় এবং শিল্পজাতদ্রব্য অল্প খরচে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা যায়।

৬। **অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য ঃ** জলপথ ছাড়া অন্যান্য পথে পণ্যদ্রব্য আদান প্রদান করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। সুলভে পণ্য পরিবহণের একমাত্র মাধ্যম হলো নৌপথ। এ দেশের মোট অভ্যন্তরীণ পণ্যের শতকরা ৩৫ ভাগ পণ্য নৌপথেই পরিবাহিত হয়। তা ছাড়া বাংলাদেশের বড় বন্দরগুলোর অবস্থান নদীর তীরবর্তীস্থানে। তাই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে নৌপথের গুরুত্ব অত্যধিক।

৭। **বিশ্ববাণিজ্য ঃ** বাংলাদেশের বিশ্ববাণিজ্যে অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিশেষ অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মাধ্যমে বিশ্ববাণিজ্য সম্পাদিত হয়। কিন্তু এ দুইটি বন্দর আবার বিশ্ববাণিজ্যের জন্য অভ্যন্তরীণ নৌপথের ওপর নির্ভরশীল।

৮। **কর্মসংস্থান ঃ** অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ব্যবস্থায় এ দেশের বহুলোক নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। তাই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ ব্যবস্থায় অনেক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

৯। **জাতীয় আয় বৃদ্ধি ঃ** অভ্যন্তরীণ নৌপথের ম্যাধমে সরকার প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা আয় করে থাকে। ফলে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। এতে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

১০। **নির্মাণ খরচ নেই ঃ** রাস্তা বা রেলপথ নির্মাণ যেমন ব্যয়বহুল তেমনি এর রক্ষণাবেক্ষণ খরচও বেশি। কিন্তু নৌপথের কোনো নির্মাণ খরচ নেই এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের খরচও খুব কম। তাই আর্থিক দিক বিবেচনায় অন্য যে কোন পরিবহণ ব্যবস্থা অপেক্ষা নৌপথ অধিক লাভজনক।

১১। **দীর্ঘস্থায়ী ঃ** বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, অভ্যণ্রীণ গোলযোগ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণে সড়ক বা রেলপথ বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে নৌপথের স্থায়িত্ব বেশি, কারণ এটি সহজে নষ্ট হয় না।

১২। **মৎস্য সম্পদ সংগ্রহ ঃ** বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ সংগ্রহে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ দেশের অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণের জাহাজগুলো দিয়ে মৎস্যকেন্দ্রে মাছ সরবরাহ করা হয়।

১৩।**পানি নিষ্কাশন সহজ ঃ** দেশে নদী সংস্কার করে নৌপথ বাড়ালে বা গভীর করলে পানি নিষ্কাশনের সুবিধা হয়। এতে বন্যার তীব্রতা বহুলাংশে হ্রাস পায়।

১৪।**কৃষি উন্নয়ন ঃ** বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যেমন- সার, বীজ, কীটনাশক ওষুধ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পরিবাহিত হয়। এ ছাড়া কৃষিপণ্য পরিবহণ করেও নৌপথ বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৫।**জলপথই অবলম্বন ঃ** বাংলাদেশে বর্ষাকালে অনেক সময় অধিক বৃষ্টিজনিত কারণে বন্যা দেখা দেয়। ফলে পথঘাট পানিতে ডুবে যায়। এ সময় অভ্যন্তরীণ জলপথই চলাচল ও পণ্য পরিবহণের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া সমুদ্রোপকূলীয় বা দ্বীপাঞ্চলে এমন কতকগুলো এলাকা রয়েছে যেখানে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণের একমাত্র মাধ্যম হলো জলপথ।

১৬।**ভাবের আদান-প্রদান ঃ** বাংলাদেশের অভ্যণ্রীণ নৌপথের মাধ্যমে এক অঞ্চলের মানুষের সাথে অন্য অঞ্চলের মানুষের পারস্পারিক ভাবের আদান-প্রদান হয়। ফলে এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার সমন্বয় সাধন হয়।

১৭।**দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ঃ** দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ কিংবা বহিঃশত্রুর আক্রমণে সড়ক ও রেলপথ নষ্ট হয়ে গেলেও নৌপথ নষ্ট হওয়ার নয়। তাই দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অভ্যন্তরীণ নৌপথের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৮।**বন্যার তীব্রতা হ্রাস ঃ** দেশের রাস্তা ও রেলপথ নির্মাণ করলে অনেক ক্ষেত্রে পানি চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দেশে বন্যা হওয়ার ভয় থাকে। কিন্তু দেশে জলপথের সংখ্যা বেশি থাকলে সত্বর পানি সরে যেতে পারে।

১৯।**বেকার সমস্যার সমাধান ঃ** বাংলাদেশ নৌপরিবহণের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত থেকে বহুলোক তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে। বর্তমানে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ সংস্থার সাথে জড়িত আছে।

বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য তথা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ নৌপথের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠ মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন নৌপথের সমস্যা গুলো কি কি?

২। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন নৌপথের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

৩। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন নৌপথের সমস্যাগুলো কিভাবে সমাধান করা যায়।

রচনা মূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নৌপথের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন নৌপথের সমস্যাগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ- ৩ বিমান পরিবহন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বাংলাদেশ বিমান বহরে উড়োজাহাজের সংখ্যা ও ধরন জানতে পারবেন;
- বিমানের অভ্যন্তরীন রুট তথা বিমান বন্দরের নাম বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক গন্তব্য জানতে পারবেন;
- বাংলাদেশ বিমান পরিবহনের সমস্যাগুলো বলতে পারবেন।

বর্তমান আধুনিক বিশ্বে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য বিমান পরিবহন আবশ্যিক। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বিমানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমান বহরে ৪টি ডিসি ১০-৩০, ২টি এ ৩১০-৩০০ এয়ারবাস, ২টি এফ-২৮ এবং ২টি এটিপি উড়োজাহাজ রয়েছে। বাংলাদেশ বিমান ৮টি অভ্যন্তরীণ ও ২৫টি আন্ত র্জাতিক গন্তব্যস্থলে বিমান সার্ভিস পরিচালনা করছে। অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর সঙ্গে বিমানের সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩টি আন্তর্জাতিক ও ৬টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর রয়েছে। নিম্নের ছকে আমরা বিমান বন্দরগুলোর নাম, অবস্থান এবং প্রকৃতি দেখব-

বিমানবন্দরের নাম	অবস্থান	প্রকৃতি
জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	ঢাকা	আন্তর্জাতিক
চট্টগ্রাম বিমানবন্দর	চট্টগ্রাম	আন্তর্জাতিক
কক্সবাজার বিমানবন্দর	কক্সবাজার	অভ্যন্তরীণ
ওসমানি বিমানবন্দর	সিলেট	আন্তর্জাতিক
সৈয়দপুর বিমানবন্দর	সৈয়দপুর	অভ্যন্তরীণ
রাজশাহী বিমানবন্দর	রাজশাহী	অভ্যন্তরীণ
বরিশাল বিমানবন্দর	বরিশাল	অভ্যন্তরীণ
ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দর	ঠাকুরগাঁও	অভ্যন্তরীণ
যশোহর বিমানবন্দর	যশোহর	অভ্যন্তরীণ

বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক সার্ভিস ঃ বাংলাদেশ বিমান বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনটি মহাদেশের মোট ২৪টি শহরে জাতীয় পতাকা নিয়ে অবতরণ করে। বৃহদাকার বিমান সংগ্রহের পর বাংলাদেশ বিমানের সার্ভিস বিশ্বের অন্যান্য মহাদেশেও সম্প্রসারিত হয়েছে। ১৯৯২ সালের মধ্যেই টোকিওতে নতুন রুট খোলা এবং হংকং লণ্ডন ও ফ্রাংকফুট-এ বিমান সার্ভিস সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশ বিমানের কয়েকটি আন্তর্জাতিক রুটের নাম দেয়া হলোঃ

১. ঢাকা-কলিকাতা
২. চট্টগ্রাম-কলিকাতা
৩. ঢাকা-কাঠমুণ্ডু
৪. ঢাকা-লণ্ডন
৫. ঢাকা-আর্মষ্টারডাম
৬. ঢাকা-এথেন্স
৭. ঢাকা-দুবাই
৮. ঢাকা-করাচী
৯. ঢাকা-ত্রিপলী
১০. ঢাকা-আবুধাবী
১১. ঢাকা-মাসকট
১২. ঢাকা-দোহা
১৩. ঢাকা-জেদ্দা
১৪. ঢাকা-বোম্বাই
১৫. ঢাকা-রোম
১৬. ঢাকা-কুয়েত
১৭. ঢাকা- বাগদাদ
১৮. ঢাকা-ব্যাঙ্কক
১৯. ঢাকা-সিঙ্গাপুর
২০. ঢাকা-কুয়ালালামপুর
২১. ঢাকা-টোকিও
২২. ঢাকা-রেঙ্গুন
২৩. ঢাকা-ব্যাঙ্কক-টোকিও
২৪. ঢাকা-ব্যাঙ্কক-কুয়ালালামপুর

দেশের অভ্যন্তরে বিমান বহরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৯৯২ সালে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি হ্যাংগার কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে হ্যাংগার কমপ্লেক্সে ডিসি ১০-৩০ উড়োজাহাজ 'সি' চেকসহ বিমান ফ্লীটের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে জিটিসি এপ্রেন্টিস ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার গ্রাউন্ড সাপোর্ট ইকুইপমেন্ট (জিএসই) সংযোজনের মাধ্যমে বিমানের ফ্লাইট হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিমান ১৯৯৫-৯৬ সবে ২৩.৬৭৪৩ কোটি টাকা নীট মুনাফা করেছে যেখানে ১৯৯২-৯৩ সনে ছিল ৬৭.৯১২৫ কোটি টাকা। বর্তমানে দেশে দু'টি বেসরকারী বিমান সংস্থা অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান পরিবহন করছে।

এবার বিমান পরিবহনের কিছু সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক-

১. দেশের অভ্যন্তরীণ কয়েকটি বিমানবন্দরের রানওয়ের দৈর্ঘ্য নতুন এফ-২৮ বিমানের উপযোগী নয়।
২. কয়েকদিন পূর্বে নির্মিত রানওয়ে নতুন ভারী ও চওড়া বিমানের অতিরিক্ত ওজন বহন করতে না পারায় অনেক জায়গায় ভাঙ্গন দেখা দেয়।
৩. বাংলাদেশ বিমান অনেক সময় কারিগরী ও ব্যবস্থাপনার সমস্যার জন্য সঠিক সময়ে বিমান ছাড়তে পারেনা।
৪. বাংলাদেশ বিমানের যাত্রীসেবার মান নীচু হওয়ায় বিদেশী যাত্রীদের আকর্ষণ করতে পারেনা। এমকি বাংলাদেশী যাত্রীরাও অন্যান্য বিমান সংস্থায় চলাচল করে। ফলে বিমান অনেক সময় যাত্রী স্বল্পতার সম্মুখীন হয়।
৫. দেশে বিমানের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের জন্য বিদেশী সাহায্য নিতে হয় যাতে প্রচুর খরচ হয়।
৬. বিমানের অভ্যন্তরীণ ভাড়া তাদের পরিচালনা খরচের চেয়ে কম বলে বিমানকে বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

এবার দেখা যাক সমস্যাগুলি সমাধানের উপায়-

১. দেশের বিমানবন্দরগুলির রানওয়ে এবং টার্মিনাল বিল্ডিং সংস্কার করা।
২. কারিগরী দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৩. যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি করতে হবে।
৪. বিমানের প্রতিযোগিতামূলক ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে।
৫. জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারের বিদেশী বিমান সংস্থাগুলিকে আকৃষ্ট করতে হবে।

পাঠ মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে অভ্যন্তরীন বিমানবন্দরগুলোর নাম লিখুন।
২। বাংলাদেশ বিমান জাতীয় পতাকা নিয়ে কতগুলি আন্তর্জাতিক রুটে চলাচল করে?
৩। বিদেশীদের নিকট বাংলাদেশ বিমানকে কিভাবে আকর্ষনীয় করা যায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশ বিমান পরিবহন ব্যবস্থার বর্ণনা দিন।